প্রশ্ন-সেতার

অশ্রু-সেতার

১ম সংস্করণ—১৩৪৯

আবদুর রউফ বি-এ,

প্রকাশিকা—

আছিয়া খাতুন

নারায়ণপুর, যশোহর

প্রাপ্তিস্থান—মোসলেম পাব্লিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। গুরুদাস, বরেন্দ্র, ডি-এম, মকতুমী, ইসলামিয়া, প্রভিন্সিয়াল, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়, কলিকাতা।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—

মোহাঃ খায়রুল আনাম খাঁ

মোহাম্মদী প্রেস,

৯১ আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা

উৎসর্গ

বাদশাহ নহি দিল্লীর শাহজাহাঁ গড়ে দেব তাজ
মর্ম্মর-অশ্রুর সাজে সাজাইব স্মৃতি তব আজ ।
দীন কবি, গর্ব্ব এই মরমের বিপুল ব্যথার,
তাই দিয়ে ছন্দ রচি গান গাই অযুত কথার।
তাই নিও, প্রিয়া মোর যেথা কেন থাক নাক আজ,
ব্যথা দিয়ে ছন্দ রচা মরমের ক্ষুদ্র এই তাজ।

ভূমিকা

কবিতার প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে। সেই অনুরাগ বশেই এবং জীবনের নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণে সময়ে যে ভাবাবেগ অনুভব করিয়াছি ছন্দের ভাষায় তাহারই একটা রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। জানি না কতদূর তাহাতে সফলকাম হইয়াছি। তবে আমার সান্ত্বনা এই কবিতাগুলির একটাও কষ্ট-কল্পিত নয় ; এই অকপট আত্ম-প্রকাশের চেষ্টার যদি কোন পুরস্কার থাকে সহৃদয় পাঠক পাঠিকার নিকট মাত্র তাহাই আমার প্রার্থনীয়। ইহার কয়েকটী কবিতা ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া কোন কোন সমঝ্দার পাঠকের প্রশংসা লাভে সমর্থ হইয়াছিল !

এক্ষণে বাকীগুলি একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের আনন্দ দিতে পারি—এতবড় দুঃসাহস আমার নাই। কাহারও কাহারও কিছু ভাল লাগিলেই শ্রম সার্থক মনে করিব।

আমার সোদরোপম সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জী পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়া ও বন্ধুবর কবি নূরল আলম পুস্তক প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

তাড়াতাড়িতে কয়েকটী ছাপার ভূল রহিয়া গেল ! আমি সেজন্য বিশেষ দুঃখিত। ইতি—

গ্রন্থকার—

বিষয়—সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা

নূতন তবু ভাল

নূতন তবু ভাল !

(তোমার) নয়ন তারার নীল ও জ্যোতির
পর্দ্দা যদি খোল
(দেখবে) নূতন আলোর আলিঙ্গনে
বিশ্ব সমুজ্জ্বলো ! !

পূরাণ ব'লে আজকে যা
নূতন ছিল কালকে তা
আজ নূতনের এই মূলেতেই
মিল্‌বে ছায়া দুদিন বাদেই
কি সুমধুর শান্ত সুশীতলো ! !

আমরা আন্‌ব নূতনকেই
বাঁধা লড়ব আসুক যেই
সংস্কারের আগুণ জ্বেলে
নাশব মোরা অতীত কেলে
কি ভয়ঙ্কর লক্ষ হাজার কালো ! !

নূতন হবে খেলার সাথী
পুরাণে কেবল মোলাকাতই
আঁধার নিশার অন্তিমে আজ
ঐ দেখ পূব আলো ! !

চোখ্ মেলো, চোখ্ মেলো—!

আমি যে তোমারে চিঠি দিনু সে সেই দিনটারি তরে

মনে ভেবেছিনু কথা কহিব না চিঠিও দিবনা কভু
এমনি পাগল মন সে আমার দি'তে হ'ল আজ তবু
করিব কি হায়, উপায় যে নাই! দিনে যা ঠেকায়ে রাখি
অচেতন চিতে জুলুম খাটে কি?
রোজ স্বপনে রাত্রিতে তোমা দেখি;
দেখি—বিভোর সোহাগে একান্ত আপন বক্ষে জড়ায়ে আছ,
অভিমান ক্ষীন মলিন আনন চুম্বনে ভ'রে দেছ।
প্রেমের নেশায় পাগল যে হয় অভিমাণ তার সাজে?
মদিরা হস্তে প্রেয়সী যে তার সম্মুখে সদা রাজে।
মনেরে বাঁধিয়া শাসন দণ্ডে মুখটী ফিরায়ে থাকি,
দেখি কোথা হতে কোন দুরাশা আসিয়া অলক্ষ্যে দেয় উঁকি;
এমনি করিয়া কতদিন চলে আপনার সাথে দ্বন্দ্ব?
পাগল হিয়ারে তাই দিনু ছেড়ে নিঃশেষে বাঁধা বন্ধ;
যতদূর চায় যাক সে আজিকে তোমায় ধরিয়া পা'য়
নূতন করিয়া বক্ষে ফিরায়ে আনুক সে যদি চায়;
তাই দিতে হ'ল চিঠি আজ তবু তোমারি যা দেয় ছিল,
আপনার মান আপনি ভাঙ্গিয়া আপনারে বলি দিল।

তুমি হয়ত হোথা বেশ আছ সই থাকিবেই না কেন,
আমায় খুঁজিয়া কি লাভ তোমার পাগল আমি যে হেন।
আজীবন যার উপোষে কেটেছে দীন ও ভিখারী যে,
বিশ্ব জগতে বিধি চিরন্তন দুর্দ্দশা তারি এ
যে তাহারে কত নির্দ্দয় চিতে উপেক্ষার বানে হানে,
সে তাহারে তত অধীর আবেগে প্রেম ভরা বুকে টানে ;
তাই দিনু সই চিঠিখানি এই হয়তো বা তুমি এরে,
কি ছাই লিখেছে ব'লে টেনে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দেবে দূরে
তবু লিখে যাই বিশ্বাসে এই হয়তো বা কোন কালে,
এই নিবেদন স্মরণ করিয়া ভাসিবে নয়ন জলে ;
সে দিন হয়তো ধরা হতে আমি নিঃশেষে ফুরায়েছি
শুধু তব দ্বারে এইটুকু এক নিবেদন রেখে গেছি
এই রূপ-মোহভরা উদার পৃথিবী যেমন তেমনি আছে,
শুধু আমি নেই শুধু আমি নেই এইটুকু হারায়েছে।
কাঁদিবে কি সই কাঁদিবে কি সই সেদিন আমারে স্ম'রে ?
আমি যে তোমারে চিঠি দিনু সে, সেইদিনটারি তরে।

যুগের দাবী

মামুলি কথায় স্তুতিগান রচি' মহাপুরুষের বন্দনা যারা গায়,
মোরা কি তারাই ? নহে নহে ভাই ,
মোরা উপদেশ অমৃত রচি' জীবনে দেখায় ;
মতের বোঝা বয়ে বয়ে যারা পঙ্গু হয়েছে নিজ সত্তে,
মোরা তারা নয়, মোরা বিশ্বাস করি নূতন মতের সৃজনত্বে,
বহু সহস্র বছর আগে ছিল যা দুনিয়া তাই যে নয়
কত নূতনের হ'ল আমদানী কত পুরাতন হয়েছে লয় !
করেছে কে তা ? করিবে কে তা ? পরের মতের গোলাম
যারা ;
না, চির নূতনের উপাসক সেই নব আলোকের স্রষ্টা তারা ?
আজিকে দেখি জগত জুড়িয়া মত লিয়ে শুধু মারামারি
মত কি কাহারও পুরো ঠিক হয় ? হায় ! এ যেন নিছক
বাড়াবাড়ি ;
দুনিয়ার বুকে দেখি সব ঠাঁই কত রকমের বিভিন্নতা
তাই বলে কি এই চাও ভাই সব মিলে হ'ক কেবল একটা ?
মূলে এ জগত এক হইলেও সেরা সৌন্দর্য্য রয় কোথায় ?
একঘেয়ে রূপ, একঘেয়ে রং, একঘেয়ে গান কেই বা চায় ?

তাই বলে কেউ ভেবে না কিন্তু ভালবাসি মোরা বিচিত্রতায়
মতের শতেক বিভেদ সত্বে প্রাণের জগতে ঐক্য নাই ?
পিতা ও পুত্রে ভাই ও ভাইয়ে মত নিয়ে কত দ্বন্দ্ব যে !
স্নেহ ও প্রীতির পুণ্য বাঁধন তাহাদের পুনঃ নাই পিছে ?
মত যার যা তাই তারা থাক, না থাক অথবা পরোয়া কি ?
প্রাণের জগতে মোরা সব এক, এই কথা আজ বুঝিয়াছি
নূতন আলোর সাধক আমরা এই কথা যেন ভুলি না ভাই,
মতের শতেক বিভেদ সত্বে প্রাণের জগতে ঐক্য চাই '
শত চতুর্দ্দশ বছর আগে আরবে ছিল না এই ঐক্যটা,
মানব আকারে পশু ছিল সব সাধিত শক্তি মানুষ কাটা ;
কেমনে তাহারা পশুত্ব ভুলিয়া বাঁধা হবে এক মনুষ্যত্বে,
এই কথা ভেবে নবিজী মোদের ঘুমাইনি হায় অনেক রাতে ;
সহসা মিলিল ঐক্য সূত্র একক আল্লার উপাসনা ,
পরম দয়াল স্রষ্ঠা গো যিনি যাঁর চেয়ে কেও শ্রেষ্ঠ না ।
বহুদিন ধরে আরববাসীরা মানিতে পারেনি এ সত্য যে,
তার পরে তাদের পরাজয় হ'ল ভুলিতে হ'ল সব মিথ্যারে
তেমনি আজিকে ঐক্য লাগিয়া আমাদের এ বাণী সত্য হয়,
মানিবে জগত ঠিক একদিন জয়ী এ সত্য সুনিশ্চয় ।

প্রভাতে আজিকে শয়ন ছাড়িয়া

প্রভাতে আজিকে শয়ন ছাড়িয়া যখন জাগিয়া উঠি,
অদূরে হেরিনু বিমল মূরতি অপরূপ রূপে ফুটি' ;
কি মহা মহিমায় স্থির মাধুর্য্যে মৌন অচঞ্চল ,
(যেন) ডাকিছে আমারে দুহাত প্রসারি আখিতারা ছলছল ;
বিগত দিনের সংসার সুখের যা কিছু কামনা মোর
রক্তের সাথে ফেনায়ে উঠিত তুলি তরঙ্গ ঘোর ;
নিমেষে কেমন হীন হয়ে গেল মলিন নিষ্প্রভ,
সত্য জানিলাম অতি পবিত্র রূপের ঐ উৎসব ;
দু' চোখ ভরিয়া পান করি রূপ ধন্য হইল প্রাণ,
মানিলাম মনে সত্য আজিকে দুখ নিশি অবসান ;
আর আমি চাহিনা কিছুই কিছুরই অভাব নাই,
অপরূপ ঐ রূপ সম্ভার সম্পদ সবটাই ;
এই হরিত ও নীলে শ্যাম ও লোহিতে রঞ্জিত ধরাখান,
(মোর) উৎসুক চিতে মোহ এনে দিতে নেশার মদিরা পান ;
তাপিত হিয়ায় সান্ত্বনা দিতে পবন পরমা বধূ,
পরাণে পরম সুখ বিলাইতে ঐ শ্যামলিমা ছায়া মধু ;
উপরে অসীম নীল আসমান স্বপন সিংহদ্বার,
প্রিয়ার অধর এই তৃণ দল চুম্বিনু শতবার ;

যে প্রিয় আনিল এত রূপ রস এতটা সম্ভারে,
(মোর) এতদিন ধ'রে শত বঞ্চনায় লাঞ্ছিত হিয়া দ্বারে ;
সকল বাসনা সকল কামনা তাহারে সমর্পণ,
করিয়া জীবন, ধন্য হইল সার্থক প্রাণ মন।

মিলনের গান গাই

কবি আমি মিলনের গান গাই,
আমার কাছে হিন্দু মোশ্লেম খৃষ্টান কেহ নাই ;
আমার যে খোদা সবার দেবতা হয় ,
হিন্দু, মোশ্লেম, খৃষ্টান, জিন কেহ তার পর নয়।
মিলনের গান গাই,
ব্যথা যেথা কেঁদে হাহাকার করে,
একখানি ঘর তাও গেছে ঝড়ে,
চারিদিকে যার মহাপ্রলয়ের কত ক্ষয় তাপ দুঃখ হানি,
নিয়ত অভিশাপ অপমান শত লাঞ্ছনা করে কানাকানি ;
তাহার বুকে নির্ভর হ'তে
তাহার ব্যথা ভাগ ক'রে নিতে
বহুদূর হ'তে প্রাণের নেশায়
ধনী দরদীরে আমি ডেকে আনি !
নিজে যদিও নিঃস্ব সদাই,
বিশ্ব রাজের আমি হই ভাই ;
পাপী যে নিঠুর অত্যাচারী,
তারে প্রাণ দিয়ে মানুষ করিতে আমি শুধু পারি।

মিলনের গান গাই,
অতীত এবং বর্ত্তমানের সকল ব্যর্থতাতে
ভবিষ্যতের সাধনার যোগ চাই,
অতীতে যা হয়নি কভু বর্ত্তমানেও যাহা নাই,
ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপনে আমি দেখি তাই
মিলনের গান গাই,
ঐ আকাশ ভূধর গিরি গুহা বন নদীতীর,
যে গান গাহিয়া আমারে শুনায়,
আমি তা সবারে শুনাতে চাই ;
সকলের কথা সকলের কাছে কয়ে,
সরল হৃদয়ে সকলের সাথে যোগ চাই ;
কবি আমি মিলনের গান গাই।

ভালবাসুক ! বাসুক !

আমা বই সে ভালবাসে যারে বাসুক ! বাসুক !
অধরের পাশ ঘিরে মোর তরে থাক শুধু হাসিটুক ;
ভালবেসে সুখী হয় সে যদি বা কারে,
আমি বাধা কেন হব কেন দেব তারে ;
প্রাণ তার নিশিদিন প্রেম রসে ডুবুক রসুক ;
বাসুক ! বাসুক !

দুদিনেই এ জীবন ফুরায়ে যাবে
আজ তবে কেন সে শুকিয়ে রবে
ভালবেসে সুখী হয় হ'ক সে আমার কি দুখ ?
বাসুক ! বাসুক !

আমা হতে সুখ তার নাহি মেলে
অপরের ঠাঁই সুখ যদি পেলে
ক্ষতি কি ! আমি চাই দেখি তার হাসিভরা মুখ
বাসুক ! বাসুক !

সহসা বিকেলে আজ

বিকেলে সহসা আজ সূর্য্য আছে কি নেই ;
শ্রাবণের ধারা এলো দেখিতে না দেখিতেই।
হোটেলের রুমে বসে জানালাটা খুলে দেখি
বাহিরের দিগন্তেরা উল্লাসে মাতা সেকি !
সম্মুখে বাড়ীটাতে ক্ষুদ্র বালিকা এক,
বারান্দার এক কোনে একলাটি ব'সে দেখ ;
চলা ফেরা সব কাজে সারাটি দিন চঞ্চল,
আজ কি তার হুস নেই ঝড়ে উড়ে চঞ্চল ?
ঝর ঝর ঝরে ধারা আকাশের কান্না,
মেদিনী মা নিঝঝুম আর কিছু চান না ;
ক্রমে কাল ভয়ঙ্কর নিশীথে ক্রুর ঝড়,
বজ্রের দাপটে ঘন কড় কড়ক্কর ;
থেমে গেল কোলাহল গাড়ী ঘোড়া বন্ধ,
মানুষের সব কাজ এবে নিঃসন্দেহ।
একদম এ যেন গো নিরুপায় নির্ভর,
ক্ষণেকের যদিও তবু কি সুন্দর !
প্রকৃতির পূৎ স্নেহে আপনায় উৎসর্গ,
এ যেন সেই সব সুখ এ যেন সেই স্বর্গ !

ধনী মানী নির্ধন সবারই ভাব এক,
আপনার অন্তরে আপনি নির্ব্বাক;
ছোট বড় অযোগ্য সব আজ একাকার,
মনিবের মেয়েকেও প্রেমদানে অধিকার ;
রাজা আজ রাজা নয় গরীবের ভাই হয়,
পাপী সে পুণ্যের ঘৃণা নয় প্রেম চায় ;
মহাব্যোম আসমান ব্যাপি দিগ দিগন্ত,
আজ শুধু প্রলয়ের লীলা এক অনন্ত ;
আজ শুধু ভালবাসা দেখে নেওয়া শেষবার,
ভুলে যাওয়া অতীতের সব ব্যথা ঝগড়ার ;
আজ শুধু চেয়ে থাকা নির্ব্বাক তাঁর পানে,
ঝড় জল বৃষ্টির সৃষ্টি যে আনে ;
পুরাতন পন্থারে আজ শুধু সংস্কার,
নূতনের দূত তুমি ধ্বংস হে নমস্কার।

প্রভাতে তোমার কি রূপ মাধুরি

প্রভাতে তোমার কী রূপ মাধুরি কী মহামহিমায় রাজে!
বিহগ কণ্ঠে কী তব কাকলি কী সুর সোহাগে বাজে !
পবন বহে স্নিগ্ধ শ্বাসে,
পুলকে সায়রে বিশ্ব ভাসে,
কুসুম সুবাসে মেদিনী হাসে,
দিকে দিকে নব সাজে।
শত কামনায় বিকল হিয়ায়,
কভূ যা জীবনে দেখিনি হেলায়
সহসা আজিকে দেখি যেন তাই
সকলের সেরা সাজে।
আজিকে আবার যেন মনে হয়,
জনম জগতে মিছে কভূ নয়
মরণ তেয়াগি মুমূর্ষু হৃদয়,
পরমায়ু ফিরে যাচে।

আয় গান গাই

আয় গান গাই এইখানটায় মাঠ চৌদিকি,
কে এল এই এলোমেলো সেই বাদল বৌটি' কি ?
ধুম বৃষ্টিতে ছাওয়া দশদিক ধূসর ওড়নাটা,
উ'ড়ে চঞ্চল আবেগ বিহ্বল মধুর কার ওটা ?
সবুজ ধান ক্ষেত খানিক ঢেউ শ্বেত কেমন দেখ্‌তেরে!
দোলায় অঞ্চল আবেগ চঞ্চল কি আর বলতেছে ;
পথ পিচ্ছিল চলা দুষ্কর তায় দুঃখ কি ?
সতেই দুখ ক্লেশ সে যেতেই দূর দেশ মরতে জন্মেছি ;
ফেল লাজ দূরে বাদলের সুরে ঐ শোন্ দেখি !
সারা দেশ জুড়ে কে ঐ কার ঢুঁড়ে কেঁদে বল্‌ছে কি !
ধর ঝাপটা পেতে বুকটা খুব শক্ত কোরে !
পড়লি' ! উঠ ! চল্ ফের চল ! পালাস্‌নে দূরে !
জীবন এই এই বিরামে সুখ নেই শুধু্ লাঞ্ছনা
মরিবার অগ্রেই মরবি কেনরে ওরে মূর্খটা
বাজ চমকায় মেঘ ঐ ধায় কোথা কার পানে ?
এত সত্বর তবু দুস্তর ছুটে কোন্ খানে ?
ঘোড়া চাবকায় আকাশের গায় ওকে খুব ক'সে
কার বিবাহের বরযাত্রী যাবে কোন্ দেশে ?

মেঘ কড়কড় দোলা দেয় ঝড় বাঃ বেশ লাগে!
কোথা কে আছিস আয় আয় নারে চল্ চল্ আগে!

*　　*　　*　　*

ফুটে কি সবুজ কত সুন্দর ধানের শীষ
ওঠে ধরিত্রীর সারা অঙ্গে গানের রীষ
ছুটে সব্বাই কেউ বসে নাই কতদূর সে!
তুই কেন হায় বসে র'বি ভাই আয় ছুট্‌সে!
জীবন এই এই বিরামে সুখ নেই শুধু লাঞ্ছনা,
মরিবার অগ্রেই মরবি কেনরে ওরে মূর্খটা!?
তবে উঠ্‌রে দে ছুট দে আরও উর্দ্ধে!
আয় গান গাই এইখান্‌টায় মাঠ চৌদিকে।

অনুতপ্ত

কামনার কূট রথে বহুদূর ঘুরে আসা ঘরছাড়া দুরন্ত অধম
সম্ভ্রম সভয়ে কাঁপি। মাগে নাথ তব পায়ে আজ তার পূণর্জনম
তোমারি দয়ার দানে আজীবন পুষ্টদেহ ছন্নছাড়া
পিশাচের প্রায়
বৃথা হায় কাটাইনু এতকাল তব রোষ অভিশাপ—
মিথ্যাচার কলুষ সেবায়
আজ রক্তক্ষরা ক্ষতপদ জর্জ্জর মূর্চ্ছাতুর শতধারা অপমান বিষে,
বেদনার তীক্ষ্ণ দাহে নিঃসহায় থর থর অন্তর কাঁপিছে ;
কাঁদে তার পীড়িতাত্মা নিঃশেষ অবশেষে সবহারা একান্ত অসহায়,
তোমা বই ঠাঁই নাই ; নাই তার কোন কিছু সান্ত্বনার একটু আলয় ;
বিপুল ব্যথার ভারে আজ তার অন্তরের ব্যাকুল কম্পন,
শান্ত করি স্নেহভাষে লহ দেব লহ তার কৃতজ্ঞতার
অশ্রু নিবেদন ;
নিঃষেশ অবশেষে মুছি লয়ে লাজ ভয় লাঞ্ছনার পূতিগন্ধ ভার
সান্ত্বনার শুভ্রবাসে ঢাকি তনু ডাকি তারে কর আপনার,
তোমারই নির্ভয় ক্রোড়ে স্থান লভি অবহেলে
উপেক্ষিয়ে শতেক বালাই,

কর্ত্তব্যের সেবা শেষে ধীরে ধীরে হেথা হ'তে পারি
যেন লইতে বিদায় ;
আকাশ বাতাস আলোয় তোমারই পরম রূপ
স্নেহঙ্করা তৃপ্তি পরম
অনুক্ষণ অনুভবি সকল সার্থক করি তব ঠাঁই
মোর পাওয়া দ্বিতীয় জনম।

কেন ধারা বয় ?

কেন ধারা বয় ?
চলিতে জীবন পথে দুঃখ আঘাত শত সতে হয়।
শ্রেয় চাও যারে,
সহজে মেলে তারে ?
কত যে সাধন করে পরাণের ধন প্রিয়া পেতে হয়।
এত কিসে ভয় ?
আশার আশীষ লয়ে এত যে পথ হাটা সে কি মিছে হয় ?
হারায়েছ যা,
হারায়নি ক তা ?
মহতী কালের হাতে অনাদি জীবন খতে আছে সঞ্চয়।
এত যে চেষ্টায় হায়
যা কিছু পাও নাই
শেষ না দেখিতেই হবে কি নিরাশ হ'বে মানি পরাজয় ?
যদি নাহি মিলে,
এত যে প্রয়াস পেলে ;
সান্ত্বনাটার আছে মূল্য যার তুচ্ছ কিসে হয় ?

আজিকে মিথ্যা সনে,
যদি না পার রণে,
দিলে যে রক্তটুক সহিলে এত দুখ সে কি অপচয় ?

রাখ সাহস রাখ
যুঝিতে ছেড়ো নাক
এ কথা জেনো ঠিক সত্যেরই অবশ্যই জয় সুনিশ্চয়।

ভুলিলে কি ভালবাসা ?

ভুলিলে কি ভালবাসা,
সেই এত সুখ এত আশা ?

ছিলে যে সেদিন কত আপনার,
আজিকি সহসা হয়ে গেলে পর,
কেমনে বলনা কিসে হারাইলে
সেই সোহাগের শত ভাষা ?

কে তোমারে কিসে মোহিলগো বল
সেকি মোর চেয়ে এত আরও ভাল
তার মুখখানি তার অন্তর
এত ভাল এত খাসা !

নূতন প্রণয়ে সুখ যদি তবু পাও
তোমারে দিনু বিদায় যাও ! যাও !
মোর কথা মনে হবে পুনরায়
মোর সেই সুখ সেই আশা !

বৈশাখে

তুমি কে ? তুমি কে ?
এত অপরূপ রূপ নিয়ে এলে !
শাখায় শাখায় বন পাখী,
তরুণ তরুতে দেহ ঢাকি,
নব সুষমার সুধা মাখি,
তব আবাহন গীত গাহে ।

কে ! তুমি কে !
মৃদুল পবন বহে ধীরে
শ্যামল সবুজ মাঠ ঘিরে
নব পাঠ শিশু নত শীরে
তব ও চরণ রেণু চাহে ।

কে ! তুমি কে ।
আকাশে ভাসায়ে মেঘ ভেলা
কোথা বেয়ে যাও এই বেলা
তাপিত মাঠের মৃৎ ঢেলা
চায়, ক্ষণ বরিষণ নীরে নাহে ।

কে ! তুমি কে ?
কোকিল নিয়েছে শেষ বিদায়
পিছে ফেলে গেছে শুধু—হায় ! হায় !
পরশে তোমার তবু সব ঠাঁই
বিপুল পুলক উথলিছে।

কাল কি হবে কাজ নেই ভেবে সই

কাল কি হবে কাজ নেই ভেবে সই
আজ এস এই বাদল বেলায়
ঘন ঘটা ঘোর এই বরিষায়
মোরা দুইজনে মুখোমুখী ব'সে রই।
অনবসর দীর্ঘ কাজের ভীড়ে
ফুটেনি যে 'কুল ভাষা
পরাণ পাপিয়া মূক হয়ে ছিল
বুক ভরা নিরাশা।
এই অবসর টুকু অবসাদে ভরি'
আজ তারে লয়ে এস খেলা করি,
সারা জীবনের দুখ বিনিময়ে এবে সার্থক হই,
কাজ নেই ভেবে সই।
সুনীল আকাশে মেঘ বালা ঐ শতদল পাখা মেলি,
দিশেহারা কোন অসীমের পানে ছুটিতেছে কেবলি,
আজ তারে এই ডাকি নিরালায়
সুধি কানে কানে—ভাল আছ ভাই?
তারা যে আপন, মোরা তাহাদের অসীমের কেহ হই
কাজ নেই ভেবে সই

পেয়েছি যে প্রাণ এ বিপুল ভবে এ যে মহাধন,
এই আমাদের এইত আসল একান্ত আপন,
ধন্য করিয়া আজি এ মুহূর্ত্ত
এস গান গাই এ বড় সত্য
নিখিলের ভাই আমরা সদাই কভু তুচ্ছ নই,
কাজ নেই ভেবে সই।

কাব্য আমার হার মেনে যায়

তোমায় দেখে ইচ্ছে করে বল্‌তে একটা কি কথা,
বল্‌তে গিয়ে ঠিক হয় না বড্ড মনে পায় ব্যথা,
কাব্য আমার হার মেনে যায় তোমার রূপের বর্ণনায়,
ভাব যে আমার ভাষা না পাই খানিক গিয়েই
হায়রে! হায়

অমন করে দাঁড়াও যখন
প্রণাম করে বিশ্ব তখন
তারার মালা আকাশ পাড়ায়
সবিস্ময়ে চম্‌কে চায়।

কাব্য আমার হার মেনে যায় তোমার রূপের বর্ণনায়।

অর্দ্ধস্ফুট জ্যোৎস্না!
না, তাও ত না!

স্ফুটোনোম্মুখ ফুলের কুঁড়ি সেই বা অমন
কি করে হয়?

কাব্য আমার হার মেনে যায় তোমার রূপের বর্ণনায়।

তোমায় দেখে লজ্জা পেয়ে বিজলী দেখ ঐ পালাল,
আকাশ হতে অর্দ্ধ পথেই আলোক শিখা মিলিয়ে গেল ;
ভুবন জোড়া আঁধার নাশা তোমা বই আর সাধ্য নাই।
কাব্য আমার হার মেনে যায় তোমার রূপের বর্ণনায়।

মানিক তুমি নও গো নও,
অধিক কিছু হওই হও,
বলা না যায় মুগ্ধ করে এমন যে আর কিছুই নাই,
যা দিয়ে ঠিক সত্যি করে তোমার রূপের তুলনা পায়।
প্রীতির ধারায় পূর্ণ গো,
সোহাগ ঢালা কি অর্ঘ্য !
তোমার তুলনা তুমি ছাড়া বিশ্ব লোকে আর কোথায় ?
কাব্য আমার হারিয়ে গেছে তোমার রূপের ও গঙ্গায়।

তুমি যেন মোর

তুমি যেন মোর কোন্ কেলে গো কত কাল ধ'রে
ছিলে মোর কাছে কাছে।
ভাবের আভায় ভাসিয়া বেড়াতে আধ আধ খানি
(মোর) স্বপনের পাছে পাছে।
(আজ) রূপের প্রভায় আলো করি দিক এলো নাকি গো
সরমের গুটি টুটে ?
বিপুল আবেগে তাই যেন মোর বুকের গরিমা
সাহসে উঠেছে ফুটে।
কত রঙ্গিণ স্বপনে ব্যাকুল বিহ্বল ত্যক্ত আশায়
ঘুরিয়াছি কত হারে।
(আজ) রূপের আসরে কুড়ায়ে পেয়েছি কত খোঁজামণি
অপরূপ সে তোমারে।
স্বপনের রাণী ওগো মোর বাণী এস বাঁধি মম
আদরের হৃদি পাশে ;
টুটুক স্বপন বিমল আলোকে ভরুক জীবন
সুমধুর সুধা বাসে।

অতিথি এসেছে যবে

অতিথি এসেছে যবে আমাদের দ্বারে
নিও তারে সম্ভ্রমে ডাকিয়া,
অন্তরের অসীম প্রদেশে ভালবেসে দিও ঠাঁই, মমতায়
কচি মুখে মিঠে চুমু দিয়া।

মনে রেখো সে আমাদের প্রভাতের বেলা,
তারে কভূ করিও না হেলা ;
সে আমাদের লক্ষ্য তারা আশা সমুদ্দুর
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে দেশান্তরে আরও বহুদূর
জীবনের খোলা পথে খেলিতে খেলিতে
কোথা হতে নেমে এলো চিতে।

বিধাতার নূতন আদেশ
খেলা হ'ল শেষ ;
হেরি তারে বিশ্ব আজি সমুৎসুকে আঁখি মেলি চায়
চুপে চুপে ভবিষ্যতের কত কথা কয়—
এসেছে সে প্রাণ রূপে অলকার ভাতি
বিধাতার দূর দৃষ্টি নয়নের জ্যোতি

সুর সম স্বপ্নসুখ আশা ভালোবাসা
যার লাগি এ ধরার আলো বায়ু জল
তরু লতা তৃণফুল ফল
আছে সচেতন
যে চির অভিপ্সিত কামনার ধন,
ফুল যথা প্রস্ফুটিয়া চায়
চির শান্তির সুস্নিগ্ধ শোভায়
তেমনি প্রথায়,
সুকৌশলে মমতায় ধীরে ধীরে গড়ে দিতে পার,
মা হওয়া সফল হবে বিশ্বে তব কীর্তি রবে চির।

এত ভালো তুমি এত ভালো

এত ভালো তুমি এতো ভালো !
ভূবন ভরিয়া দে'ছো কত রূপ দেছ আলো !
প্রভাত এনেছে তোমারি মাধুরি মায়া,
সান্ধ্য আঁধারে রাজে তব রূপ অপরূপ স্নেহ ছায়া ;
দীপ্ত তুপুরে বাজে তব বীণা সকরুণ রসালো !
এত ভালো তুমি এত ভালো !

আমার প্রাণের ভকতি সিন্ধু ধায়,
তব উদ্দেশে হে প্রাণেশ, তোমারি চরণ ছায় ;
তুমি এসে তারে লহ বুকে তুলে,
অপরাধ সব যাও আজ ভুলে,
সকল সত্বা ঘিরিয়া আমার
তব প্রেমময় পুলক সঞ্চারো !
এত ভালো তুমি এত ভালো !

কি যেন কথা কওয়ার ব্যথায়

কি যেন কথা কওয়ার ব্যথায়
পরাণ আমার ব্যাকুল বড় ;
কি যেন স্বপন কি যেন মায়ায়
ঘিরেছে জীবন মধুর তর ।
সবুজ মাঠের সোণার হাসি
হলুদ বরণ সুষমা রাশি
শ্যামল শাখে কুজন পাখী
পুলক হানে বুকের পর ।
গাছের ছায়া বনের মায়া
পবন দোলে দোলায় কায়া
ভুলায়ে সকল যাতনা দুখ
নাচায় সাথে পরাণ মোরও ।

কত কাল আরো?

জীবনে যা কিছু সুষমা সৌরভ
আনিয়া দিই তোমায় সে আমার গৌরব
দেখিব পণ এই কত কাল আরো,
ভাল না বেসে মোরে কেমনে পারো?
দেখিব কত আর
ছলিবে বার বার
জ্বালিবে দূরে দূরে
দূরাশা আলো।
নিরাশে তবু হায় জীবন ফুরায়,
ক্ষণেকের তরেও তোমারে নাহি পাই
বিরহের ব্যথা চিতে নীরবে দূরে দূরে
বাসিব ভালো।

তুমি কি?

নহ তুমি শুধু সুন্দর মনোরমা
তুমি দেবতার বাঞ্ছিত প্রিয়তমা
অলকার আলো ভাতি।
নহ শুধু সুর দূর দূরান্তের
গান একখানি গাওয়া হোক ফের
সুবিমল সুপ্রভাতি।
ছবি নহ ভালো, খুব ভালো
নিমেষ নেহারি দুচোখ জুড়ালো
তার ও বেশী সুধা জ্যোতি
সন্ধ্যা তারার সম মহিমায়
চাহনি তোমার চায় ঐ চায়
পুলকিত ধরিত্রী।

তোমারই মনের মত ক'রে গড় রহমান

তোমারই মনের মত কোরে গড় রহমান
আমার এ জীবন পরাণ।
তব ঈপ্সিত পথে চালিত কর
অন্তর হতে এ তমসা হর
তব ও কোলে নিও মোরে তুলে
দিও একটুকু স্থান,
রহমান!
আমার কি ভালো জানিনা কিছু
(যেন) চলিতে পারি তোমারি পিছু
তব প্রেম আলোকের পবিত্র ঝলকে
হউক এ জীবন জ্যোতিষ্মান
রহমান!
বিপদে ও দুঃখে পরোয়া না করি
যদি তোমারে পাই অন্তর ভরি
শান্তি ও তৃপ্তির হে মোর ভিত্তি
সকল দুঃখের অবসান
রহমান!

অশ্রু-সেতার

যা কিছু অন্যায় হতে মোরে বাঁচাইও,
তব ঠাঁই আশীষ আর কিবা চাহিব ?
ন্যায় ও সত্যের শাশ্বত স্বরূপ
স্রজন পালন মহিয়ান,
রহমান !

কে আর আমার প্রিয়তর

জীবনে পূর্ণ হতে পুণ্যের মহিমায়
প্রাণ খানি ভরে নিতে মুক্তির জ্যোছনায়
আমারে নিযুক্ত কর তোমার সেবায়
আর কিছু কোন পানে না যেন তাকায়।
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতি সকাল সন্ধ্যাটাতে
কাজেকর্ম্মে নিরালায় খেলা ধূলায় থেকো মোর সাথে সাথে
যদি কভূ পথ ভাড়াই,
শাস্তি দিতে ভুলো নাকো
সুকঠিন কঠোর হিয়ায়।
যে কাজে একবার প্রভু জেনেছি মন্দ হয়
সে কাজ পুনরায় তোমার বারণ যেন,
রোধ করে নিশ্চয়।
আমরণ এই টুকু জীবনের নাথ ওগো
অভাগারে দয়া ক'র,
বিশ্ব মাঝে তোমা ছাড়া হে নাথ হে খোদা,
কে আমার আর প্রিয়তর ?

সেই কথাটা

সেই যে কথাটা বলতে চেয়ে আর বল্লে না
আজকে আমার ইচ্ছা করে শুনতে তা
কুতুহলে আজ কতদিন আছিই কেবল প্রতীক্ষায়
শুনব শুনব শুনব বলেই সেই আশায়
আজকে এখন এই নিরালায় কওনা গা'
সেই কথাটা !

কও বিপদ তা আজ শুনবে না
ভাগ্য তা আজ গুণ্‌বে না
শুন্‌ব কেবল তুমিই আমিই শুন্‌বারই জন্যেই
শুনে কিছুই করবার মত আজ কোনো কাজ নেই।
কও, কইতে তা আর ভয়টা কি ?
ফেলাও দূরে ল'জ্জা, ছি !

আমি শুধু শুন্‌ব, সেই কথাটাই শুন্‌ব
কিন্তু কিচ্ছুতেই আজ চটব না
কওনা গা ?

অশ্রু-সেতার

অতীতের সেই দুঃখ তাপ নিরাশ ব্যর্থতা
শূন্য ফাঁকি দৈন্য রিক্ততা
পূর্ণ হয়ে প্রীতির সৌরভে
ধন্য হয়ে প্রাণের গৌরবে
এসেছে এক বিপুল বিরাট সহজ সার্থকতা।
কওনা গা?
যত বড়ই নিঠুর কথা হোকনা গো
হজম কোরে নেবই আমি বলছি তো।
অতীত যুগের সব হলাহল
মিষ্টি হয়ে এসেছে এক বিপুল পূর্ণতা
আজ আমার আর সব মিঠা
কওনা গা!
সেই কথাটা

সহসা সকালে আজ একি

সহসা সকালে আজ একি
সারা আকাশের নীলিম নয়ন
সুনিবিড় মেঘে গিয়াছে ঢাকি।
মেদিনী হিম কোথা সে তপন ধূপ
অসাড় নিথর নিঝঝুম একি চুপ!
বাদলের ধারা অবিরল ধারে ঝরে
ঝুপ ঝুপ ঝুপ।
তৃষিত তাপিত সকলেই কয়—আরো খুব আরো খুব;
বন্ধ কি আজ পাখী কলরব
মানুষের তথা চলা ফেরা সব
বন্ধ কি আজ সব পুরাতন এক ঘেয়ে কাজে ছুটি?
তবে জাগো হে আমার লুকানো গোপন
এ শুভ নিরালায়
নির্ভয়ে ওঠ ফুটি।
রোজ যা' করি আজ তা করার নয়
আজ অবসর ফেলে রাখাটার জয়
আজ মুক্ত অসীমে ক্ষুদ্র আপনার সমর্পন লাগিয়া
আকুল ছু'বাহু উর্দ্ধে বাড়ায়ে জাগোহে মোর হিয়া!

ঐ ঊর্দ্ধ অসীম আকাশের পটে
মোরে চেয়ে যে বসে আছে বটে
আমার স্বামী আমার দেবতা
আমার প্রাণের বর—
আমার কান্ত আমার সখা মোর চির সুন্দর।
নিজেকে তাহারে দিতে বলিদান
আর সব বাঁধা ভুলো ব্যবধান।
এ শুভ মূহূর্ত্তে ক্ষণেকের লাগি সে যবে
আমারে চায়
রোজ করাটার ভাবনা ভাবিয়া কদাচিৎ তারে—
কেন হারায় !

প্রার্থনা

এই আকাশের এই আলোকের এই ভুবনের কোলে,
জীবন মুকুল ফুটুক আমার এই বাতাসের দোলে' ;
এই বাতাসের এই পরশের এই পুলক মেখে,
জীবন সারা কাটুক হে নাথ তোমার পাশে জেগে।

চাহিনা কিছুই চা'ব নাকো আর,
দিয়েছো গো যা তাই কর সার ;
তাই নিয়ে মোর ভরুক জীবন
হবে সব পাওয়া তাহ'লে ;
এই আকাশের কোলে।

আমার জীবনে তোমার দরশন

আমার জীবনে তোমার দরশন
কতদিনে আর পাবো ;
সঞ্চিত এত মরমের ব্যথা কবে শুনবে গো ?
শুভ সুন্দর হে প্রাণের দেবতা
কতদূরে আছ কও আজ তা
এ দীর্ঘ নিরাশা এমনে বহিয়া
কও, কত দূরে আর যাবো ?
এত আঘাত এত নিপীড়নে যারে এত ক্ষীণ করিলে,
এত ক্ষয় এত আপসোছে যে জীবন ভরিলে,
এত ছল এত প্রলোভনে এত দূর আনিয়া
আজ শূন্য নিরর্থতায় শুধু কি ফিরাবে গো ?

উপহার

কি ভাবছ হে ভাই মতিন,
এলোই বলে বিয়ের দিন ;
আর বেশী নয় কুড়িটা দিন মোটে,
তার পরেই ভাই দেখতে পাবে বউটী এসে জোটে ;
তবে Impatienceটা স্বাভাবিক এটাও স্বীকার করি
নইলে যে ভাই গাল খেতে হয় insinceretyর ধাড়ি
কেননা ও কাজটা আমার ও একদিন করতে হয়েছিল
আর বিয়ের আগে im patienceটা দস্তুর মতই ছিল।
যাক, আজকে কিম্বা তুদিন পরে বিয়ে যখন হবেই হে নিশ্চয়,
এখন তবে শুন বলি বউয়ের সাথে কেমন করে
dealing করতে হয়।
সেকাল মতে বউটা হলো বজ্জাতেরি ধাড়ী
যত পারো শাসন করতে কভু কোরোনা আড়ি।
তার পরেতে হল সেটা child producing কিছু
যেমন গরুর থেকে বাছুর পাওয়া ছাগল থেকে পাওয়া
ছাগল শিশু।
যেন আলেগা পেলেই ছুটে পালায় আর না ফিরে আসে
সেই কারণেই বন্ধ রাখা নিদারুণ তরাশে ;

কেও যেন বা দেখতে পেলেই ছিনিয়ে নেবে
ফিরিয়ে দেবে না,
ও যেন ভাই সামনে পেলেই গিলে খাওয়ার মিষ্টি মিঠাইটা।
আলো হাওয়ার জগৎ যেন তাহার জন্য নয়,
স্বামীর জন্যই জন্ম নেওয়া বিপুল এ ধরায়।
হ'ক না মূঢ় হ'ক না মাতাল হ'ক না পাগল স্বামী,
তবু তারে মানতে হবে খোদার চেয়ে ও দামী ;
স্ত্রী যদি হয় কিছু তা হ'কনা কি বা ভয় ?
তিন তালাকের বিধি আছে—ভায়াই কয়।
এমনি শত অত্যাচারে মা বহিনরা হে ভাই,
ভুগত পড়ে অন্ধকারে ঘরের কোনে সদাই।
বুঝতো না কেউ খুঁজতো না কেউ দেখতো না কেউ কেন
লক্ষ জীবন ব্যর্থ যে হয় তুচ্ছ সেটাও যেন!
তা'পর এলো তা'পর এলো বিশ্বমাঝে তুর্য্যনাদে
আর্ত্ত হাহাকার—
ভাঙ্গতে হবে ভুলতে হবে তুড়তে হবে এসব সংস্কার ;
জানতে হবে পাল্‌তে হবে মানতে হবে সত্য এটা
রে ভাই
তুমি যেমন সেও তেমন বিশ্ব মাঝে মুক্তি লোভী সবাই।
চোখ আছে তার প্রাণ আছে তার তৃষ্ণা আছে অসীম
দেখিবার,
গণ্ডিতে তার রাখবে বেঁধে নয় কি সেটা আসল অবিচার ?

*　　*　　*　　*

তাই বলি ভাই মুক্তি দিয়ো মুক্তি দিও তারে
আপনার পথ চিনে নিতে দিও অসীমের মাঝে ঐ
অনন্ত প্রকারে—।
তারপর সে যখন অফুরন্ত প্রকৃতির অতুলন দানে
পূর্ণ হবে।
বোঝা নয়, সহায় সম্বল রূপে তোমার জীবনে এসে
অবশ্য দাঁড়াবে।

*　　*　　*　　*

আজ তবে ভাই বিদায় এখন অস্তাকাশে সূর্য্য হল লীন
মিঠাই খাওয়ার দাওয়াত দিয়ো অনেক কথা বল্‌ব
আর এক দিন।

ফাতেহা

আজ ফাতেহা মহাপুরুষ মহাম্মদের শুভ জন্ম দিন
এদিন স্মরণের এদিন সকলের এদিন শুধু খুঁজিবার
প্রাণ নবীন ,
তেরশ বছর আগে তৃষাতুর শুষ্ক মরু আরবের মক্কা নগরে
জন্ম লভি যে মহামানব পিতৃহীন মা' মরা দারিদ্রের ঘরে
হেরিয়া কাতর চোখে ভ্রষ্টপথ মানুষের মরণের দশা
ব্যথিত করুণ প্রাণে শুনাল সবারে ডেকে—
সুমহান জীবনের আশা
আপন জনের কাছে অনাদর অপমান লাঞ্ছনাও শত সয়ে
নির্ভীক ধীর প্রাণে চলেছিল যে মহাপুরুষ
উপলব্ধ সত্যেরই পথ ব'য়ে
আপাত অসীম বল মিথ্যার প্রদন্ত কোপে সত্যের
সমুচ্চ শীর নত করে নাই
সঙ্কল্পে কভু টলে নাই
ভুলে গিয়ে আপনার সব সুখ স্বার্থপর আশা
নিঙ্গাড়ি উর্ব্বর প্রাণ, উচ্চ শীরে বিঘোষিল সুমধুর
কোরাণের ভাষা।

বিশ্ব শুনে মুগ্ধ হ'ল যাহে,
স্বার্থত্যাগী কত বীর ছুটিল দিগ্বিদিকে
সবাকেই শুনাবার মোহে ;
পারশ্য দীক্ষিত হ'ল, মিশরের প্রাচীন গৌরব লুপ্ত ছিলো যা,
তেজোদীপ্ত ইসলামের নবীন প্রভায় পুনরায় প্রাণ পেল তা ;
ছুটে এল দিগ্বিদিক বহুদূর হ'তে জ্ঞানের সেবক যারা
স্বাধীন ভাবুক ;
স্ব স্ব আপনার জ্ঞানের দীপ দিয়ে জ্বালাল বাগ্দাদে পুনঃ
প্রতিভার বিপুল আলোক ;
আজ এই ছনিয়ার এত সমারোহ সেদিনের বীজ হ'তে হওয়া,
ভবিষ্যতে হবে আরও যা তাও যেন সেদিনের পথ ব'লে দেওয়া ;
পারশ্য বুল বুল কবি সাদি রুম হাফেজ খাইয়ম,
ইসলামেরই ছাত্র তারা, তারা সব সবাই মোছলেম ;
মহাজন মহাপুরুষ প্রতিভার পুণ্যালোক যাঁরা,
প্রাণ হ'তে প্রাণান্তরে যুগ হ'তে যুগান্তরে চিরন্তন সকলের তাঁরা ;
হিন্দু মোছলেম খৃষ্টান অথবা যা কিছু হন না যিনি
অতীতের সেই প্রতিভার কাছে অল্পাধিক সকলেই
কিছু কিছু ঋণী—
আজ আরবের মরুফুল মহাপুরুষ মোহাম্মদের শুভ জন্ম দিনে
সত্যেরই জয়ধ্বনী বাজুক উদাত্ত স্বরে,
সকলের সাধা প্রাণ বীণে।

দেখছ না ?

দেখছ না !

সমাজে কত্ত কি পাপ কত কি গ্লানি
দুঃখ ব্যথা কত ক্ষয় হানি
অভিশাপ অপমান শত লাঞ্ছনা ?

ভাইয়ের গলায় ভাইয়ে মারে ছুরি
প্রাণ সম্পদ গেছে কোথা চুরি
পশুত্ব মদের তুচ্ছ খেয়ালে
হীন স্বার্থের ভীম করতালে
সত্য জীবনের সাধনা ভুলিয়া
আপনারে শুধু বঞ্চনা !
পল্লীর উপকণ্ঠ ঘেরি
মরণ পূজায় বেজে গেছে ভেরী
হৃত সর্ব্বস্ব রিক্ত সব,
মুখে কারও নেই একটুও রব
রোগে শোকে দিয়ে যাহা কিছু ছিল
ঠগ দুর্ব্বৃত্ত সব নিয়ে নিল

ধর্ম্মের গুরু এখনো বলিছে
পরকাল আছে সান্ত্বনা।

কিসে আর বিশ্বাস কর কিসে ?
বৃথা শাস্ত্রে ভর করা মিছে
হাজার বছরে দেয়নিক যা
বিশ্বাস কর দেবে আজও তা ?
আত্মধ্বংসী মানুষের তরে বিশ্বাস কর,
আছে কি খোদা ?
ছাড় আল্‌সেমী ছাড়
বিশ্বাস কর নিজেরে নির্ভর
মরা সে দেবেনা প্রাণ
গত সে তোমার নন্‌
নূতন যুগের নূতন মানুষ নূতন পথের সন্ধানে ফের,
আন, আলোকের নব মূর্চ্ছনা
বিধাতা তোমার জগত তোমার সৃষ্টি তোমার
সারা মেদিনীর বক্ষ ভরিয়া
তোমারই গানের গুঞ্জনা,
দেখছ না ?
জন্ম তোমার এ মহা বিশ্বে
পরের কথায় পরের শুনায় পরের দেখায়
নিজেরে ছলিতে না ;

নিজেই দেখিয়া নিজেই শুনিয়া নিজেই গাথিয়া
নিজেই গাহিতে গান,
বাইতে প্রাণ।
ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে
উত্তরিতে নভ জ্যোৎস্না।

তবু না ফুরাবে পথ
শেষ হবে মনোরথ
ও মহা অসীম তোমার লাগিয়া
অমনি বসিয়া
রবে তবু কোটী কাল,
সান্ত্বনার দিক্ বাহু সুবিশাল
চির অনন্ত অনাদি কালের
নিতি অপরূপ
নব জীবনের ব্যঞ্জনা,
দেখছ না?

বিয়োগে

আঘাতে আঘাতে দীর্ণ ব্যথা রাঙ্গা জীবনের কূলে,
ভাবি বসে একান্ত অসহায়,
একি হ'ল হায় !
জীবনের সাথী ছিল যারা একে একে গত হ'ল
মিশে গেল কোন্ তমসায় ।

এ যেন মরিতে আসা সুন্দর ভুবনে
দুদিনে ফুরিয়ে যাওয়া অনন্ত অকুলে
এ বিহনে সত্য কিছু নাই
তাই শুধি' বিধাতায়—

মানুষের প্রাণ লয়ে একি তার খেলা,
কাতর প্রাণের ডাকে একি ক্রুর অবহেলা !
যে ছিল এই খানিক আগে,
প্রচুর প্রাণের অনুরাগে,
ভাল বেসেছিল আমা সবাকার
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া তিতিক্ষা অপার

দিয়ে, দুহাতে আঁকড়ি ধরি বুক
একান্ত উৎসুক
উন্মুখ বাসনা রাগে ভেসেচলেছিল
জীবনের স্রোতে—
ভাবে নাই মোটে—
সহসা সবেগে আসা এক বিপুল বাত্যায়,
এমনে অকস্মাৎ জীবনের ভেলাখানি ডুবে যাবে হায়!

নিবে গেল হাসির সে আলো,
নিমেষে ফুরায়ে গেল জীবনের যত সুখ
যত মন্দ ভালো;
সবার সম্মুখ হতে তুচ্ছ করি শত শোক ক্রন্দন বিলাপ
নির্ম্মম দুহাতে ছিঁড়ি লয়ে জীবনের বোটা
হে নির্দ্দয় বিধাতা?
রেখে গেলে তারে একেবারে চুপ
অসাড় নিথর নিস্পন্দ ও মূক
শুনিলে না কারো আবেদন
করুণ ক্রন্দন।

এমনে দলিবে যদি নিষ্ঠুর চরণে
পরাণের সব সাধ আশা না ফুরাতে

অকালে ছিঁড়িয়া লবে জীবনের বোটা

হে নিষ্ঠুর বিধাতা ?

তবে কেন স্থজিলে গো তারে

এত যত্ন কোরে,

কেন দিলে মায়া মহব্বৎ,

সকলের সাথ্ ?

লীলা তব এ, ভাঙ্গা গড়া খেলা তব মানি

শোক নাই দুঃখ নাই কান্না নাই তব, তাও জানি,

কিন্তু বুঝি না যে হায় !

যা তোমার নাই—

আমরা মানব শিশু আমাদের কেন দিলে তাই,

কেন দিলে মায়ার এ মোহ,

মোরা যাহে দুঃখ পাই কষ্ট সই দারুণ শোকের ঘায়ে

দুঃসহ ব্যথায় কাঁদি অহরহ ?

দুঃখ এবং ব্যথা দিলে যদি কেন শুধু তাই দিলে না,

এর মাঝে হাসি কেন সুখ কেন আশা কেন উল্লাস আল্পনা ?

অযুত সুষমা রাগে রঞ্জিত ঐ ধরণীর বুকে

আলো হেসে চায়

কুতূহল কৌতুক আহ্লাদে বায়ু বয়ে যায়

দেখে মনে হয়,—

মোদের ক্রন্দন হেরে তোমার ও বিদ্রূপের হাসি
কি অকরুণ নির্ম্মম পৈশাচি!

মর্ম্মছেঁচা রক্ত নিয়ে আমাদের, যদি তব লীলা
পূর্ণ হয়, হোক,
আমরা মানব শিশু আমাদের কি আছে উপায়,
করিব যে শোক!
শুধু এইটুকু ভিক্ষা চাই চরণে প্রভূ,
তব ঐ আধখোলা আধ ঢাকা রহস্য আড়াল হ'তে
সামনে এসো,
মোদের বেদনা তপ্ত উৎসুক আখি দিয়ে
আমরা দেখিয়া যে লব—
তোমার সেই আসল যা রূপ।
প্রভু তুমি পরমেশ সবার প্রধান তাহে সংশয় নাই,
দয়াময় মঙ্গল বিধাতা রূপে মানিবারে শুধু
বাঁধা পাই।
সৃষ্টি তব চমৎকার, সহস্র আলোর রঙ্গে রঞ্জিত ও
প্রোজ্জ্বল তা মানি।
কিন্তু বুকে এত ব্যথা নিয়ে কেমনে ভুঞ্জিব ওরে, আমি!

কেমনে বলিব ও ভালো, ভালবেসে চুমা খাওয়ার
সুধা মাখা প্রিয়া মুখখানি!

তার চেয়ে মুছে ফেল কেড়ে নাও ও সব জঞ্জাল,
ও কেবল মিথ্যে আনে ভোগ-স্পৃহা,
লালসার ছলনা কেবল,
তুমি যে সুন্দর শুধু দয়াল বিধাতা রূপে
শাশ্বত মঙ্গল!
মিথ্যে সেই কথা,
তার চেয়ে জানা ভালো—
নিজ হাতে গড়া তারে দহিবারে
তুমি এক প্রচণ্ড অনল।

তুমি শুধু নাই প্রিয়ে

আজও সে ধরণী তেমনি আছে তুমি শুধু নাই প্রিয়ে !
আজও তারা সব হেসে চায় খেলে বেড়ায়,
খুসীর বিমল তেমনি ধারায় ;
সুখের কি করুণ কোমল মাধুরী পিয়ে
তুমি শুধু নাই প্রিয়ে !

তেম্‌নি সে চাঁদ চেয়ে থাকে
তেম্‌নি আঁধার ঘিরে তা'কে
তেমনি পাখী গায়
বনের বিছানায়,
মৃদু কল তানে নদী বয়ে যায়
গেরামের পাশ দিয়ে।
তুমি শুধু নাহি প্রিয়ে !

তোমায় নিয়ে কাটিত যাদের বেলা
আজও তারা আছে, ভাঙেনি তাদের মেলা ;
তা'রা হাসে গান গায়,
মায়ের কোলে শিশুরা ঘুমায়
স্তন-ধারা দুধ পিয়ে
তুমি শুধু নাই প্রিয়ে !

পথের দুধারে যেখানে যে দৃশ্য ছিল,
সেটী আজও আছে তেমনি স্নিগ্ধ সুন্দর শুভ নীল,
সে পথ তরু ছায়ায় মোরা দোহেএকদিন,
দেহাবস আন্‌মনা উদাসীন,
শীতের মধুর অপরাহ্ন বেলায়
ফুল ফসল তরু ছাওয়া
সুমধুর মাঠটিতে
সুদূর সুমুখে আঁখিতারা প্রসারিত
চেয়েছিনু অপলক,
পরাণ চাহিতেছিল সুর মিলাইতে
দিশেহারা অনন্তের দূর রাগিণীতে,
আজও তাহা আছে
তেমনি মধুর উৎসুকে চায় কাছে
পুনরায় বীণ বাজাবে মোদেরে নিয়ে
তুমি শুধু নাই প্রিয়ে।

সুনীল আকাশে আজ কত রূপ মেঘধারা ভেসে যায়
খেলে বেড়ায়
তৃষিত ধরার মৃতপ্রায় তৃণে
আশার আলোটী সঞ্চারিয়ে
তুমি শুধু নাই প্রিয়ে।

জানি, তুমি কোনোদিন কোনো ছলে ভুলে
আসিবে না আর ফিরে
পশিবে না ভুলে কোনো দিন তরে
ধরণীর মন্দিরে—
আমি তবু তব বিরহ রচিয়া চিরদিন ধরে'
ফিরিব কাঁদিয়া গাহি এ—
তুমি শুধু নাই প্রিয়ে!

সে কই আসিলো ফিরে!

সাঁঝের আঁধার ঘন হয়ে আসে
পাখীরা ফিরিছে নীড়ে,
দূর মাঠ হ'তে ফিরে গাভী দল গৃহ উদ্দেশে ধীরে,
সে কই আসিলো ফিরে?

দূর কোথা হ'তে ভেসে আসে কানে রাখালের ফেরা গান,
সান্ধ্য-নদীর অলস বেলায় ঘুঘু তোলে কলতান।
আমারি এ প্রাণ স্তব্ধ আজিকে—
গাহিব কি গান গাঁথি রে?
সে কই আসিলো ফিরে!

এক এক ক'রে জ্বলে আকাশে কোটী তারকার ভাতি
আমারি ঘরের নিঃস্ব আঁধারে জ্বলেনি কোনই বাতি
কেমনে কাটাব দীর্ঘ রাতি
নিঃসঙ্গ আঁখি নীরে,
সে কই আসিলো ফিরে?

স্নিগ্ধ সমীর জুড়ায় সবার খাটুনিক্লিষ্ট প্রাণ
আমারি হিয়ার গভীর গুহায় পশেনি তাহার দান।

যেন, কি সুর সেথায় হারায়ে গিয়াছে কি তার গিয়েছে
ছিঁড়ে।
সে কই আসিলো ফিরে ?

রাতের নিহার ঝরে অবিরল মরা যারা পায় প্রাণ,
আমারি হিয়ার রিক্ত বাসনা শোকেতে মূহ্যমান,
কেমনে জুড়াব এ শোকদাহন কোন্ মায়াবী সাগর
নীরে—
সে কই আসিলো ফিরে ?

ঘুমায় সবায় অঘোর শয়নে দিনের চিন্তাহারা
স্বপন দেখিছে আগামীকল্যের বিমল সুখের ধারা
আমি কি কখন ঘুমাইব আর,
স্বপন দেখিব কিরে ?
সে কই আসিলো ফিরে !

স্তব্ধ হয়ে আছে সারাটী বিশ্ব কি যেন প্রতীক্ষায়,
সন্ধানে কার ফিরে নিশাচর এ হেন নিশীথে হায় !
আমি কোথা খুঁজি আমি কোথা পাই
আমার সঙ্গিনীরে ?
সে কই আসিলো ফিরে !!

সে আর আসিবে কিরে?

সেই শরত-প্রভাত আবার এসেছে ফিরে
চারিদিক হাসিময়
শুভ্র ধূসর আলোকের বন্যায়
সারা মেদিনীর প্রফুল্লিত অন্তর
ঘাসে ঢাকা মাঠ ধানে ভরা প্রান্তর ;
—যতদূর চোখ চায়,
কেবল হাসির খুশীর ধারাটী ধায়
একমনে ঘুঘু গাহে
খুব দূরে নয়—
লুকায়ে বনের ছায়ে
এমন দিনের হাসির মেলায়
সে শুধুই নাহি রে।
তবু, সেই শরত প্রভাত আবার
এসেছে ফিরে।

বরষ শেষে হরষ ভরা পূর্ণ নদী ধায়
যতদূর চোখ চায়—

বাঁকে বাঁকে বক চরে,
মাছের লোভে ঘাসের ডালের পরে,
যদি কেহ ঢিল ছুঁড়ে
পাখানা মেলিয়া অমনি সকলে উড়ে,
যতদূর চোখ চায়
ঊর্দ্ধ আকাশে বহুদূর নীলিমায়
সাঁজ না হ'তে দুপুর অন্তে আবার আসিবে ফিরে
সে আর আসিবে কিরে ?

বছর আগে এমন দিনে সে ছিল হায় যবে !
(সে) আবার শরত আসিবার আগে কে জানিত গত হবে ?
বিভোর সোহাগে মেদিনী হাসিবে
খুসির ধারায় ধরাটী ভাসিবে
সে শুধুই নাহি রবে,
বছর আগে এমন দিনে সে ছিল হায় যবে !

ভুবন জোড়া হাসির ধারা আকাশে মেঘ ত নাই !
বাতাসে বেগও তাই
শান্ত নিবিড় স্বস্তিতে ধীর সবাই যেন গো ভোর
শুধু এ পরাণ মোর— ।
চাহে না সুখ চাহে না স্বস্তি চাহে না আরাম ফিরে
সে আর আসিবে কিরে ?

শিশিরে ভিজায়ে পরাণের মধু রাত্রিরে আবার
পুষ্পকী তার প্রণয়ীর তরে সাজাইবে সম্ভার
গুণ গুণ গানে প্রণয় চুম্বন
মধুকর দেবে ফিরে
সে আর আসিবে কিরে ?

সে আর আসিবে না—
এই আলোকের উৎসব পুরে কোনোদিন ভুলে
সে আর পশিবে না
এই প্রাণ বিমোহন রূপ সম্ভার কোনোদিন ভালো
সে আর বাসিবে না
আমি তবু তার বিরহ রচিয়া
চিরদিন ধরে ধরণীর মন্দিরে,
কাঁদিব গাহিব ফিরে,
সে আর আসিবে কিরে ?

তোমায় হারায়ে হে মোর প্রিয়া

আমার ব্যথা আমি জানি শুধু জগৎ জানিবে কি ?
তোমায় হারায়ে হে মোর প্রিয়া হারায়েছি কত কি।
হারায়েছি কত কি—
কেমনে বলিব কেমন করিয়া বাঁচিয়া অদ্যাপি ?
লোকে শুনে তবু হাসে উপহাস, বলে—দুঃখ আর কত কি ?
সে গেছে আরও কত আছে সুন্দর তোমাপেক্ষা শ্রেয়সী ;
জানি আমি সব মানে না পরাণ যত না কিছুই স্মরি,
শত সুন্দর বিনিময়ে তবু ফিরে চাই তোমারি ;
বিধাতার কোন আশীষরূপে আমি যাহা পেয়েছিলাম,
সাধনায় মোর সুন্দর করে জগতেরে দেখাতাম ;
তব সনে সখী হয়েছিল মোর আত্মার বিনিময়,
আমি যা তোমার তুমি যা আমার নিয়েছিলে নিশ্চয় ;
শুধু চাইনি পাইতে চেয়েছিনু দিতে আমি যে আমারে গো,
মোর জীবনের যা কিছু দৌলত প্রেমধারা অমিয়।
তোমার দেওয়ার যা কিছু ছিল দিয়েছিলে নিঃশেষে,
প্রতিদান তার পাওয়ার আগে চলে গেলে কোন্ দেশে ;
সে ব্যথা ভুলিব কি ?
আমার দেওয়ার পরাণের ঋণ এখনও অনেক বাকী,

দুঃখ আমার দুঃখ তো সেই দিতে যে গো পারিনি
নিয়েছিলাম যা প্রতিদান তার কিছুমাত্র দেইনি
পরাণ আমার সেই আঘাতে কাঁদে শুধু আফছোসে
দুনয়ন বয়ে অশ্রুসাগর ছুটে আসে আক্রোশে!
বারণ মানে না রুধিতে পারিনে যে?
আমি দুর্ব্বল নিরুপায় এত সে কথা বুঝিবে কে?
সে ব্যথা বুঝিবে কে?

যে ব্যথা আমার গোপন পরাণে গুম হয়ে বিঁধে
(আমি যে দেখি) মেদিনীর বুকে শতেক শোভায়
তোমারি বিরহ মাখা,
তোমারি বুকের বেদনার ভার সজল আখরে লেখা;
গগনের গায় অযুত শোভায় যখন তারারা উঠে,
তোমারি বুকের কাতর কামনা করুণ হইয়া ফুটে;
মৃদু কলতানে সমুদ্দূর পানে নদীটী বহিয়া যায়,
তোমারি বুকের খানিক পরশ ক্ষণিক ও যেন চায়।
ফুল ফুটে কেন নদী বয় কেন পাখী কেন গাহে গান?
মেদিনীর বুকে সে কার পুনঃ মুকুলিত আহ্বান?
বায়ু বয় কেন নদী জল ধরে তরুলতা ফুল ফল,
পিয়াইতে কারে এত রূপ রস ধরণী সে উজ্জ্বল?
মাঠের ফসল কার উদ্দেশে মাগিতেছে যোগাযোগ
কাহার আশায় উৎসুক সে আজ করিবে কে উপভোগ?

৫

অশ্রু-সেতার

সন্ধ্যা আসে নিঝঝুম চুপে শুধু অবসর নিয়ে
বিশ্রাম সুখ সারারাতিটুক সে কার তরে প্রিয়ে ?
এ দুনিয়ার যত আহ্লাদ আশা ভয় হাসি গান
আজ ও কেন বাঁচে আজও কেন আছে
হয়নি ত কিছু ম্লান ?
আছে যদি সব, আছে আরও রবে তুমি কেন শুধু নাই ?
তোমারে কি আমি এই উৎসবে মিছে ডাকি পুনরায় ?
আমি শুধু কাঁদি আর কেহ নয়, এ কথা নয় কি মিছে ?
সারা দুনিয়ার পুষ্পিত গৌরব কাহারে সে খুঁজিছে ?
এসো তুমি ফের হাসি ঢেলে দাও গাহ গান,
মেদিনীর বুকে আবার বহাও তোমারি সে অবদান।
তোমারি সে অবদান,
যে দান আমারে একা দিয়েছিলে সবারে সমান,
করিয়া তা দাও, অথবা দেখাও কেমনে এ সত্যি—
তোমায় হারায়ে হে মোর প্রিয়া হারায়েছি কত কি !

তোমার মত অমন কত মেয়ে

তোমার মত অমন কত মেয়ে
অকালে রোজ যাচ্ছে গত হয়ে
তাদের কথা ভাব্‌ছে নাত কেও
তাদের পানে দেখছে না কেও চেয়ে।

তোমার মত অমন কত মেয়ে
আলোর দেশে উঠতে গিয়ে যে
কুল হারা কোন্ অন্ধকারে মিশে,
হঠাৎ পথে হারিয়ে গিয়েছে।

তোমার মত অমন কত আলো,
এই ধরারে বাসছে চেয়ে ভালো ;
একটা কোনো দম্‌কা পূবো বায়,
ব্যর্থ আশায় ফুরিয়ে গেছে হায় !

তোমার মত অমন কত ফুল,
সবুজ প্রাণের সতেজ কামনায় ;
পূর্ণ বাসে ফুটতে চেয়ে যে,
মরুর বেলায় শুকিয়ে গেছে হায় !

অশ্রু-সেতার

তোমার মত অমন কত গান ,
হয়তো বা কোন্ ছিন্ন বীণার তারে ;
সুর ও লয়ে না পেয়ে ঝঙ্কার,
আপছোসে হায় জান দেছে কোরবান !

তোমার মত অমন কত প্রাণ,
একটুখানি মায়ার লভি' ঘ্রাণ ;
একটু সুখের ব্যর্থ আশায় ঘুরে,
নিজকে শেষে বিলিয়ে গেছে দান

অমন যে হায় ঘটবে আরো কত,
না ফুরাতেই বাসনা মনের শত ;
না মিটাতেই মনের সকল আশ,
অমনি শত জীবন হবে গত !

যা ইচ্ছে বিধির অভিনয়,
হইতে পারে কি আছে বিস্ময় ?
বিজ্ঞ যদি সে বিধি ঠিক হয়,
নয় কি এ তার দারুণ অপচয় ?

সেই ছিল মোর ভালো

সেই ছিল মোর ভালো ওগো সেই ছিল মোর ভালো,
এক্‌লা-জীবন পথে চলার বিমল স্মৃতির আলো ;
হারিয়ে তোমায় পেয়েছিলাম
বিশ্বভুবন ময়ে,
আলোর রেখা ঝর্ণাধারায় তরুণ কিশলয়ে ;
শরত কালের সোণার রোদে
ভরা নদীর অলস স্রোতে
বাঁকে বাঁকে পাখী চরায় চাষার গীতিকাতে
না থাকা আর না পাওয়ার ব্যথা ঝঙ্কারিত
সকল দেখা সকল শুনা, সকল পাওয়ার সাথে ;
বন্য ফুলের গন্ধে কেমন
মাতাল হয়ে সমস্ত মন
তোমার খোঁজে আসতো ঘুরে,
অনেক দূরের পথ,
অনেক দেখা শুনার মাঝে অনেকখানি স্বাদ ;
সীমা রেখার বাঁধন টুটে
তোমার খোঁজে গেলাম ছুটে

অশ্রু-সেতার

অসীম এসে দুয়ার পাশে আদরে হাত বাড়ালো।
সেই ছিল মোর ভালো।

দেখতে পেলাম বসুন্ধরা
রহস্যময় কেমন পারা
অসীম আকাশ অনন্ত কাল
নিখিল ভুবন সন্ধ্যা সকাল
তোমার বিনিময়ে প্রাণে সান্ত্বনা হাত বুলালো
সেই ছিল মোর ভালো।

যেমনি আমি তোমায় ভুলে
অন্যকে হায় নিলাম তুলে
ব্যর্থ জীবন পরাণ মূলে
স্বপন সুখের সে ভাব বিলাস
কোথায় যে হায় মিলালো!

একা বসে ভাবা আমার স্মৃতির বিথানে
সামনে উদার অসীম ভুবন ব্যথার কি টানে!
দূরে দিগ্‌বলয়ের কোলে
করুণ কালো ব্যথায় দোলে
ঘন বন রেখার সারি
নীরব আকাশ ছুঁয়ে তারি—

নিমেষে সব ফুরালো
সেই ছিল মোর ভালো।

সেই ছিল মোর ভাল ওগো সেই ছিল মোর ভালো,
ঘুরতে পথে অনুদ্দেশে ব্যথা-বিষে কালো ;
দিশেহারা একলা শুধু
অসীম ভুবন করছে ধূ-ধূ
মাখি সারা অঙ্গে তাহার তোমার স্মৃতির আলো
সেই ছিল মোর ভালো !!

ভালবাসা মোর

ভালবাসা মোর প্রাণের দুয়ারে এসে এসে ফিরে যায় শতবার,
পাইনে দেখিনে তারে আর ;
কোথা আজি সে কার সকাশে
মোর চেয়ে তারে কে ভালবাসে
কি ছলে ভুলায়ে কোন যাদুকর
কোথা নিয়ে গেল কোথা তার ঘর ?
এই অতল সবুজ আকাশের নীল ছাওনি ঘেরা
দিক হারা দূর দেশের পারে,
কি মোহমন্ত্রে কে ঘুম পাড়ায়ে রেখেছে তারে ?
হেথা ব্যর্থ কাঁদন ভারি শোকে করে ফিরে ফিরে শুধু হাহাকার

ছলনা কি শুধু তারই সাজে
এ পরাণ নিয়ে কাজে অকাজে
কেন দিয়েছিল, কেন কেড়ে নিল
এই সুদূর বিছান সুবাস মধুর মলয় স্নিগ্ধ ধরার পারে,
কেন আর ফিরে পাইনে তারে,
এ দীর্ঘ জীবন কেমনে কাটিবে
শুধু বয়ে বয়ে তার ব্যথার ভার ?

মরি তাহে ক্ষতি নাই

মরি তাহে ক্ষতি নাই মরণ যবে সবারি একদিন,
তবু চাই বাঁচিবারে, শুধিবারে জগতের ঋণ ;
শুধিবারে, জন্ম হ'তে যত দানে এ ধরা পালিয়াছে মোরে,
আমি চাই, প্রতিদান ফিরে দেবো তারে ;
ফিরে দেবো অতুল পরাণ,
করুণা সহস্র ধারে শ্রাবণের মেঘের সমান।

* * *

মরি তাহে ক্ষতি নাই, মরণ যবে সবারি নিশ্চিত
তবু চাই বাঁচিবারে সাধিবারে জগতের হিত
সাধিবারে যাহা নাই তবু তার দুনিয়ার খুব প্রয়োজন
দুনিয়ার ভাগ্যাকাশে যে তারা ফুটিতে চেয়ে
আজও হায় মৌন অচেতন।
মিথ্যা যাহা, জগতের চলা পথে বহু যুগ সঞ্চিত জঞ্জাল
নিমেষে ঝাটায়ে তারে, ছুটাব গতির রথ প্রতিদিন অধির
চঞ্চল !
দেশ দেশান্তর হ'তে প্রতিদিন শত রূপ নীর ধারা আনি'
মৃতপ্রায় পৃথিবীরে পুনঃ, জিয়াইব, সঞ্জীবন প্রাণ ধারা দানি

মরি তাহে ক্ষতি নাই, মরণ যে গো জগতের জীবন ইঙ্গিত,
আমি না মরিলে পরে কেমনে ধ্বনিত হবে নবীনের
আসার সঙ্গীত ?

কেমনে নূতন এসে সাজাইবে নব সাজে অতীতের
পুরাণ কঙ্কাল,
কেমনে শিশুর মুখে সুনির্ম্মল হাসি বিচ্ছুরিবে
আলোকিবে আকাশ পাতাল ?

* * *

মরি তাহে ক্ষতি নাই
মরণ সে তো অন্তিমের সখা প্রিয়তম
(যবে) ফুরায়েছে জীবনের যা কিছু সম্বল বেঁচে থেকে
কি হবে নির্ম্মম ?
যে দান বিলাতে এসে শেষ হয়ে গেছে নিঃশেষে
পড়ে থেকে কি হবে আবার ?
এস মৃত্যু উদ্ধারিবে, অন্তিমের প্রিয়তম সখাহে আমার